hoffnungszeichen
sign of hope

Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

DRCSC

ঘরোয়া মুরগি চাষে আয়

gharoa murgi chashe aai
a guide to domestic fowl rearing

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৮

রচনা
তাপস মন্ডল, সোমা রায়

হরফ
শিপ্রা দাস

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসাজ
অভিজিত দাস

ছবি
অভিজিত দাস ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
অর্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়
ডি আর সি এস সি
৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২
০৩৩ ২৪৪২ ৭৩১১ | ০৩৩ ২৪৪১ ১৬৪৬
drcsc.ind@gmail.com, www.drcsc.org

সৌজন্যে
sign of hope | BMZ

মুখবন্ধ

গৃহপালিত পশুপাখি থেকে সংসারে আয় বাড়তে পারে। তবে, তা কাজে লাগাতে জানতে হবে। জানতে হবে, আয়ের জন্য কোন্ প্রাণীকে বাছব, প্রাণীপালনের নিয়ম কী, উৎপাদন খরচ কমানো যাবে কীভাবে ইত্যাদি। এইসব কথা বলা আছে এই বইতে। আশাকরি সকলের কাজেআসবে।

শুভেচ্ছাসহ
অর্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

ঋণ :
ড. ইন্দ্রনীল মুখার্জী
মুরগি পালক অরুণ রায় ও গঙ্গা সরকার

আমাদের দেশে পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষ করে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রচুর অভাব। প্রোটিনের অভাবে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি যথাযথভাবে হয়না। মুরগি পালন করতে পারলে এই অভাব সহজেই দূর হয়। মুরগির ডিম ও মাংস সহজে হজম হয় এবং অতি পুষ্টিকর। আবার এই প্রাণীপালনে গ্রামের প্রতিটি পরিবারে মুরগি সহজে পালন করা যায়। যেমন অপুষ্টি দূর হয়, তেমনি গ্রামের বেকার সমস্যাও দূর হতে পারে। এই ব্যবসায় মূলধন কম লাগে। দক্ষতাও খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

মুরগি পালনের উদ্দেশ্য

- পারিবারিক আয় বৃদ্ধি
- এলাকায় কর্মসংস্থান
- বসতবাড়ির ছোট জমি উৎপাদনের কাজে লাগানো
- বাড়ির ফেলে দেওয়া খাদ্যকে কাজে লাগানো
- জৈবসারের জোগান বাড়ানো
- পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা সুনিশ্চিত করা
- মুরগির পালক দিয়ে নানা রকম শৌখিন জিনিস বানানো

মুরগি পালনের জন্য যা যা জানা দরকার

এজন্য বিশেষ কোনো জ্ঞান বা দক্ষতা আয়ত্ত করার দরকার হয় না। সাধারণ কয়েকটি বিষয় ভালো করে জানলেই মুরগি পালন করা যায়। এগুলি হল :

- মুরগির জাত
- মুরগির ঘর

- মুরগির খাবার
- মুরগির যত্ন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়

মুরগির জাত বাছাই

গ্রামের অধিকাংশ পরিবার দেশী জাতের মুরগি পালন করে। এই সমস্ত মুরগি ছাড়া থাকে এবং বাড়ির ফেলে দেওয়া খাবার, আশপাশের পোকামাকড় ও গাছের পাতা খেয়ে বড় হয়। এই জাতের মুরগির ডিমের সংখ্যা সাধারণত কম। কিন্তু খরচ খুবই কম হওয়ার কারণে, দেশী মুরগি ঘরে ঘরে পালন করা সম্ভব।

১. **চাটগাঁ :** এই মুরগি পালন করা হয় মাংসের জন্য। তবে বছরে ১০০–র বেশি ডিমও পাওয়া যায়। একটি পরিণত বয়সের মোরগের ওজন হয় ৩–৪ কেজি ও মুরগির ওজন ২–২.৫ কেজি।

২. **আসিল :** এই জাতের একটি পরিণত বয়সের মোরগের ওজন হয় ৩–৪ কেজি এবং মুরগির ওজন ২–২.৫ কেজি। এদের মাংস সুস্বাদু। ডিম দেয় বছরে ১৫০টিরও বেশি।

৩. **লোলাব :** এদের মাংস খুব সুস্বাদু হয়। পরিণত বয়সে মোরগের ওজন হয় ২–৩ কেজি ও মুরগির ওজন ১.৫ –২ কেজি। বছরে ডিম দেয় ১০০–র বেশি।

কিন্তু মুরগি পালনের খুব ছোট ব্যাবসা করলেও উন্নত জাতের মুরগি পালন করা ভালো। বিজ্ঞানীরা কিছু উন্নত জাতের মুরগি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সমস্ত মুরগি দেশী মুরগির মতোই কম খরচে ও যত্নে পালন করা যায়।

ডিমের জন্য :
কলিঙ্গ ব্রাউন, স্বর্ণধারা, রাজশ্রী, ক্যারিগোল্ড, গ্রামলক্ষ্মী, আর.আই.আর. প্রভৃতি।

মাংসের জন্য:
গিরিরাজা, কৃষি ব্রো, ক্যারি শ্যাম, ক্যারি নির্ভীক প্রভৃতি।

মাংস ও ডিম উভয়ের জন্য:
যমুনা, বনরাজা, গ্রামশ্রী, নিকোরক, নন্দনম, হিট ক্যারি, উপক্যারি, নিশিবারি, আর.আই.আর. অস্ট্রালর্প প্রভৃতি।

সঙ্করায়নের মাধ্যমে দেশী মুরগিকে উন্নত জাতের মুরগি করার পদ্ধতি:

- এজন্য ১০টি ভালো জাতের দেশী মুরগি পিছু ১টি উন্নত জাতের মোরগ যেমন আর.আই.আর. নিউ হ্যাম্পশায়ার, অস্ট্রালর্প (কালো মুরগি), হোয়াইট লেগহর্ন (সাদা মুরগি) একটি ঘেরা জায়গাতে রাখতে হবে।
- দেশী মুরগি ও উন্নত জাতের মোরগের মিলনের পর যে ডিম পাওয়া যাবে তা থেকে বাচ্চা ফোটাতে হবে।

- বাচ্চা হওয়ার পর স্ত্রী ও পুরুষ আলাদা করতে হবে। এবার স্ত্রীগুলিকে রেখে পুরুষ বাচ্চাগুলিকে বেছে নিতে হবে। এইভাবে দেশী মুরগি থেকে বেশি ডিম ও মাংস পাওয়া সম্ভব।

ভালো মুরগি চেনার উপায়:

মাথার ঝুঁটি : ভালো মুরগির মাথার ঝুঁটি হবে উজ্জ্বল লাল রঙের ও মোটা।

চোখ : চোখের দৃষ্টি হবে চনমনে এবং উজ্জ্বল।

ঠোঁট : ঠোঁট হবে গাঢ় হলুদ।

পায়ু : পায়ু হবে হলদেটে ও চওড়া।

মুরগির থাকার জায়গা–ঘর:

সাধারণত তিনভাবে মুরগিকে রেখে পালন করা হয়।

১. **মুক্তাঙ্গন :** এই পদ্ধতিতে মুরগিকে সারা দিন ছেড়ে রাখা হয়। রাতে সুরক্ষার জন্য রাখা হয় একটা ছোট ঘরে।

২. **আবৃতাঙ্গন :** এই পদ্ধতিতে মুরগিকে পুরোপুরি একটা জায়গায় বন্ধ করে রাখা হয়, বাইরে চরতে দেওয়া হয়না। বাইরে থেকে খাবার ও অন্যান্য দরকারি জিনিস সরবরাহ করা হয়। এইভাবে মুরগি পালনে খরচ বেশি। তাই আবৃতাঙ্গন গরিব পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. **অর্ধমুক্তাঙ্গন :** এই পদ্ধতিতে কোনো গরিব পরিবারের সহজেই ছোট আকারের ব্যাবসাভিত্তিক মুরগি পালন সম্ভব। এই পদ্ধতিতে মুরগিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি ছোট ঘর থাকে। ওই ঘরের চারদিকে

আরো অনেকটা জায়গা নিয়ে সস্তা নাইলনের সুতোর জাল দিয়ে ঘেরা হয়। মুরগি সারাদিন ঘেরা জালের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আর রাতে বিশ্রামের সময় ঘরে ঢোকে।

অর্ধমুক্তাঙ্গন পদ্ধতিতে মুরগির ঘর :

- মুরগি পিছু ২ বর্গফুট জায়গা দিলে ভালো।
- ঘরটি পূর্ব–পশ্চিমে লম্বা হলে বাতাস চলাচল ভালো হয়।
- ঘরটি হবে মাটি থেকে ১.৫–২ ফুট উঁচুতে পাটাতনের উপর। এতে ঘর স্যাঁতস্যাঁতে হবে না। মুরগির রোগ কম হবে।
- ঘরের উচ্চতা হবে ৫–৬ ফুট।
- রোদ–বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ঘরে দিতে হবে খড় বা টালির ছাউনি।

মুরগির ঘরের সরঞ্জাম

১. খাবারের পাত্র

প্রথম কয়েকদিন বাচ্চা মুরগিগুলিকে কাগজে ছড়িয়ে খাবার খাওয়াতে হবে। তার কিছুদিন পর পাত্রে শুকনো খাবার দিতে হবে। মুরগি বড় হলে ২৫ সেমি চওড়া, ১৫ সেমি গভীর ও ৩–৪ ফুট লম্বা বাঁশ, টিন বা কাঠের পাত্র তৈরি করে খেতে দিতে হবে। এই পাত্রের সুবিধা হল মুরগি পাত্রে উঠে খেতে বা মলত্যাগ করতে পারবে না।

২. জলের পাত্র

মুরগিকে সব সময় পরিষ্কার পানীয় জল দিতে হবে। একটি থালায়, মাটির ছোট কলসি বা প্লাস্টিকের বালতি জল ভর্তি করে উপুড় করে রাখলে,

ঝরনার মতো জল বেরোয় এবং মুরগি প্রয়োজন মতো জল খেতে পারে।

৩. বালি–স্নানের ব্যবস্থা

মুরগির স্বভাব ধুলোবালি, ছাই গায়ে মাখা। তাই একটি পাত্রে ধুলোবালি ও ছাই মিশিয়ে রেখে দিলে মুরগি সময় মতো বালি–স্নান করতে পারে। আবার ওই ধুলোর মধ্যে কিছুটা দোক্তাপাতার গুঁড়ো মিশিয়ে রাখলে মুরগির উকুন মরে যায়।

৪. ঝিনুক, কাঁকর ও চুনাপাথর

মুরগির ডিমের খোলার গঠন এবং খাদ্য পরিপাকের জন্য এইগুলি নিয়মিত খাওয়া দরকার।

৫. ডিম পাড়ার বাকসো

একটি বাকসে বা পাত্রে কিছুটা কাটা খড় ভরে রেখে দিলে মুরগি সেখানে ডিম পাড়তে পারে।

মুরগির খাবার

ক্ষয় পূরণ ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে আর বেশি পরিমাণে ডিম ও মাংস পেতে মুরগির পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য প্রয়োজন।

বাচ্চা মুরগির খাবার

বাচ্চা মুরগিকে **জন্মানোর** পর প্রথম ৩ দিন পাউরুটির টুকরো দুধে ভিজিয়ে নিঙড়ে ঝুরো করে দিতে হবে। এরপর থেকে খুব ছোট ছোট করে ভাঙা গম, ভুট্টা, চালের গুঁড়ো, ডিমের খোসা, চুনাপাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে দিতে হবে।

বড় মুরগির খাবার

দেশী ও উন্নত–দেশী বড় মুরগির দানাযুক্ত খাদ্য :

চাল, গম বা ভুট্টার খুদ	৩০ ভাগ
গমের ভুসি বা লাল কুঁড়ো	২৫ ভাগ
সরষে, তিল বা তিসি খোল	৩৫ ভাগ
নুন ও সবুজ শাকসবজি	১০ ভাগ
	মোট ১০০

এই খাবার মুরগি প্রতি, ৫০–৭৫ গ্রাম সকালে–বিকালে ভাগ করে খাওয়াতে হবে।

যারা এই খাবার দিতে পারবে না, তারা জোগাড় করা খাবারও ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে অ্যাজোলা, জংলি কচুর ডাঁটা বা ডুমুর এনে ভালো করে সিদ্ধ করে সঙ্গে চাল বা ভুট্টার খুদ, অল্প খোল এবং সবজির পাতা, সুবাবুল পাতা এবং গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক ইত্যাদি মিশিয়ে মুরগিকে খাওয়ালেও ডিম ও মাংস ভালো পাওয়া যায়।

ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো

ডিম থেকে বাচ্চা আনতে দরকার উর্বর ডিম। এই ডিম পেতে ১০টি মুরগি পিছু ১টি সুস্থ ও তেজি মোরগ রাখতে হবে। এর ফলে যে ডিম পাওয়া যাবে সেগুলিই উর্বর ডিম।

বাচ্চা ফোটানোর উপযুক্ত ডিম বাছাই

১. মুরগির ডিম সাধারণত সাদা বা লালচে–ধূসর রঙের হয়। এর মধ্যে থেকে উজ্জ্বল ও চকচকে রঙের ডিম বাছাই করতে হবে।
২. ডিমগুলো একটু বড় আকারের, ৫০–৬০ গ্রাম ওজনের হতে হবে।
৩. খোসা পুরু ও শক্ত হতে হবে। কোনোভাবেই যেন পাতলা না হয়।
৪. ডিমগুলি ৭–১০ দিন বয়সের হবে।
৫. ফাটা বা নাড়ালে শব্দ হয় এমন ডিম ব্যবহার করা যাবে না।

মা মুরগি নির্বাচন

রোগমুক্ত, শান্ত স্বভাবের, মাঝারি ওজনের মুরগিকে ডিমে তা দেবার জন্য বাছতে হবে। যে মুরগি ডিম পাড়ার পর ডিমের উপর থেকে উঠতে চায়না, সেই মুরগি তা দেওয়ার জন্য আদর্শ।

ডিমে তা

আকারের সাপেক্ষে একটি মুরগি ১০–১৫টি পর্যন্ত ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে পারে।

তা দেওয়ার পাত্র

বাঁশের ঝুড়ি বা মাটির চওড়া পাত্রে কাঠের ভুসি, খড়, শুকনো বালি ইত্যাদি বিছিয়ে তা দেবার উপযুক্ত করতে হবে। এছাড়া এক হাত লম্বা, এক হাত চওড়া এবং এক থেকে দেড় হাত উচ্চতা বিশিষ্ট বাকসেও বাচ্চা ফোটানো যায়। সেক্ষেত্রে বাকসের গায়ে কয়েকটি ফুটো করে দিতে হবে।

তা দেওয়া মুরগির যত্ন ও পরিচর্যা

- যে মুরগি তা দেবে, তাকে দিনে ২–৩ বার খাবার ও জল খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চা ফোটানোর জায়গাটায় যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো–বাতাস চলাচল করে।
- তা দেওয়া মুরগির শরীরে প্রচুর উকুন হয়। এই জন্য ডিম ফোটানোর পাত্রে ১০ দিন অন্তর দোক্তা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে।

টিকাকরণ

রোগ	মুরগির বয়স	টিকা
বসন্ত রোগ	২ মাস	ফাউল পক্স
রানিক্ষেত	৪–৭ দিন	RDF–১
	১½ মাস	RDF–১ (বুস্টার ডোজ)
	৪½ মাস	RDF–২বি
	৯ মাস	RD ল্যাসোট
	এরপর প্রতি ২ মাস অন্তর	RD ল্যাসোট

রোগ, লক্ষণ ও তার প্রতিকার

রোগ	লক্ষণ	চিকিৎসা
মারেক্স (৮–১০ সপ্তাহ বয়সে এই রোগ হয়)	১. ডানা ঝুলে পড়ে। ২. পা অবশ হয় ও গলা বেঁকে যায়। ৩. পাতলা পায়খানা হয়।	ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার ৩ দিনের মধ্যে টিকা দেওয়া উচিত।
রানিক্ষেত	১. ডানা ও পা অবশ হয়ে যায়। তাই মুরগি হাঁটা–চলা করতে পারে না। ২. খাওয়া বন্ধ করে দেয়। ৩. টেনে টেনে শ্বাস নিতে থাকে, চুন পায়খানা করে এবং চোখ, নাক, মুখ দিয়ে জল পড়ে।	এই অবস্থায় মুরগির চিকিৎসা করে বিশেষ লাভ হয় না, তাই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আগে থেকে নিয়মিত টিকা দেওয়া দরকার।
কৃমি	১. মুরগির ওজন কমে যায়। ২. ডিম কম পাড়ে। ৩. পাতলা পায়খানা হয়	পাইপারাজাইন লিকুইড আধ মিলি. মুরগি পিছু জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

রোগ	লক্ষণ	চিকিৎসা
কৃমি	ও মল পরীক্ষা করলে কৃমির ডিম দেখা যায়।	
বসন্ত রোগ	১. পায়ে,নাকে, মুখে,ঝুঁটিতে, ছোট ছোট লাল ঘা হয়। ২. মুরগি খেতে চায় না। ৩. ডিম পাড়া বন্ধ করে।	নির্দিষ্ট সময়ে টিকা দেওয়া দরকার।
রক্ত আমাশা	১. রক্ত মেশানো পাতলা পায়খানা হয়। ২. লাল ঝুঁটি ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ৩. পালক উসকো–খুসকো হয়ে পড়ে। ৪. চোখ বন্ধ করে ঝিমোতে থাকে। এক্ষেত্রে ভালো করে চিকিৎসা না হলে মুরগি মারা যায়।	২৫ গ্রাম সালফাডিমিডিন (১৬%)১লিটার জলে গুলে ৪ দিন খাওয়াতে হবে। সালফাগুয়ানডিন ট্যাবলেটও খাওয়ানো যায়।

রোগ	লক্ষণ	চিকিৎসা
কলেরা	১. সাদা বা সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা হয়। ২. ঠোঁট ও কানের লতি কালো হয়ে যায়। দ্রুত শ্বাস–প্রশ্বাস নেয়। ৩. শরীরে তাপ বেড়ে যায়।	সালফাডিমিডিন (১৬%) ১ লিটার জলে ১ চামচ গুলে ৩ দিন খাওয়াতে হবে।

বি:দ্র: তবে যে কোনো রোগের ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পাশাপাশি স্থানীয় প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা খুব দরকার।